এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

রচনা প্রকাশনী

৫৯/ক,ব্রাহ্মণ চিরণ, ঢাকা-১২০৩।

www.pathagar.com

Aie Juddho Sei Juddho:
Collection of Rhymes
Written by:
JAHANGIR HABIBULLAH
Price: Tk.20,00 Only.

[স্বঃ জিলানী]
এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধঃ জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ।।
রচনাকালঃ অক্টোবর ৮৬ থেকে জানুয়ারী ৯২। প্রথম
প্রকাশঃফেব্রুয়ারী ১৯৯২
প্রকাশকঃ কে এম রহমান।
প্রচ্ছদ ও
অলঙ্করণঃ শ্রী লক্ষণ সূত্রধর
মুদ্রণ আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩,এলিফেন্ট রোড, মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭।
প্রাপ্তিস্থানঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা-১২০১।
রুনা প্রকাশনীঃ৪/৫ প্যারিদাস রোড,বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০।
লেখক প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার (দোতালা) ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

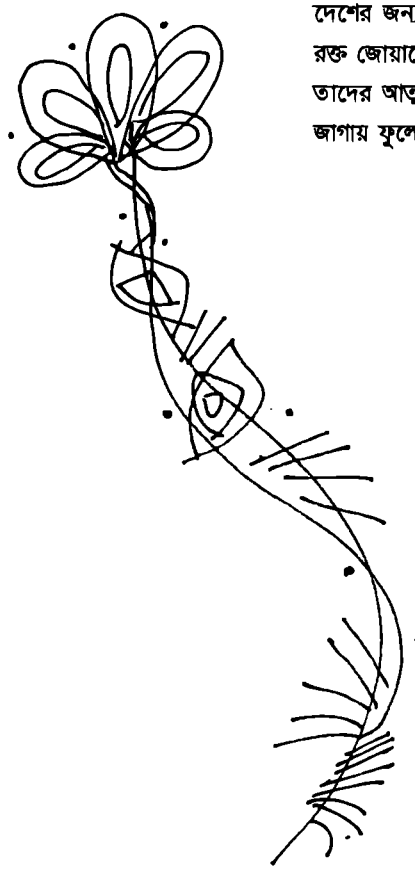

দেশের জন্য যাদের জীবন
রক্ত জোয়ারে ভাসে,
তাদের আত্মা সুখের স্বপন
জাগায় ফুলের বাসে ।

www.pathagar.com

কবির প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহঃ

কবিতাঃ সুখের ঠিকানা(১৯৭৮),সুগঠিত হাত(১৯৭৯), ইদানীং(১৯৮১),টিওলেট(১৯৮৪)সঠিক সময়(১৯৮৬) লিমেরিক(১৯৯২)।

প্রবন্ধঃ জীবন সাফল্যের অনুষঙ্গ (১৯৮০), ভালো মানুষের প্রত্যাশা(১৯৮৬), অবয়ব(১৯৮৯)।

ছোট গল্পঃ বিপন্ন বিবেক(১৯৮৩)।

ছড়াঃ উলুক ভুলুক বোকা ভালুক(১৯৮৩) এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ (১৯৯২)।

ছড়া গানঃ ইচ্ছে করে গান করি(১৯৯১)।

গানঃ কথা কবিতা কথা হলো গান (১৯৮৪)।

সম্পাদিত গ্রন্থঃ কথক(১৯৭৯),বাংলাদেশের নির্বাচিত গল্প,১৯৮২ (যৌথ সম্পাদনায়),বেহালা(১৯৯১),অনুপ্রাস নির্বাচিত কবিতা-১৩৯৬(১৯৯১)।

নাটকঃ শাপলা ফোটার দিন(মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা)১৯৯২)।

প্রকাশের মিছিলেঃ

মায়াবী অন্ধকার(কিশোর প্রবন্ধ),ক্যালেন্ডার(কিশোর গল্প),গান শুধু গান(গান),সুখের সন্ধানে(কবিতা),জল তো দেয় না নদী (কবিতা),সাধ জাগে(ছড়া গান),বিফল বিনয়(ছোট গল্প),নিলাজ নিন্দুক(মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস),নিয়ত নিঘুম(উপন্যাস),সবই আমার গান(গান)।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মুক্তিযুদ্ধ /৭
তাঁদের মতোন নেতা /৯
এই যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ /১০
স্বাধীনতার ছড়া /১১
ওই সব লোক বলে,
চারিদিকে বাজে /১২
স্বাধীনতা পাই /১৩
অবশেষে /১৪
মনের জ্বালা/১৬
আমরা সবাই এক /১৭
সান্ত্বনা/১৯
মুক্তির স্বপ্ন /২১
আর কোনদিন /২২
এইবার /২৪
দেশের স্বার্থে ভূমিকা সবার /২৫
সেই যুদ্ধ /২৭
আজও একাকী /২৮
স্বাধীনতা অর্জনে /৩০
ইতিহাস /৩১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ

জনতার বাসনায়
ধরে যেই চির,
বাংলার জনগণ
ক্ষেপে ওঠে ফির ।
দাবি তাই রাজপথে
অধিকার চাই,
যুক্তির কোন কথা
ওরা শোনে নাই ।
চারিদিকে গোলমাল
লোক ছুটে যায়,
জীবনটা আর বুঝি
ধরে রাখা দায় ।
বর্গীরা গুলি ক'রে
মারে কত জন,
ছুট দেয়া কেউ খোঁজে
ছেলে ভাই বোন ।
অগ্নির লেলিহান
পোড়ে বাড়ি ঘর,
নিদারুণ ছবি দেখে
কাঁপে অন্তর ।

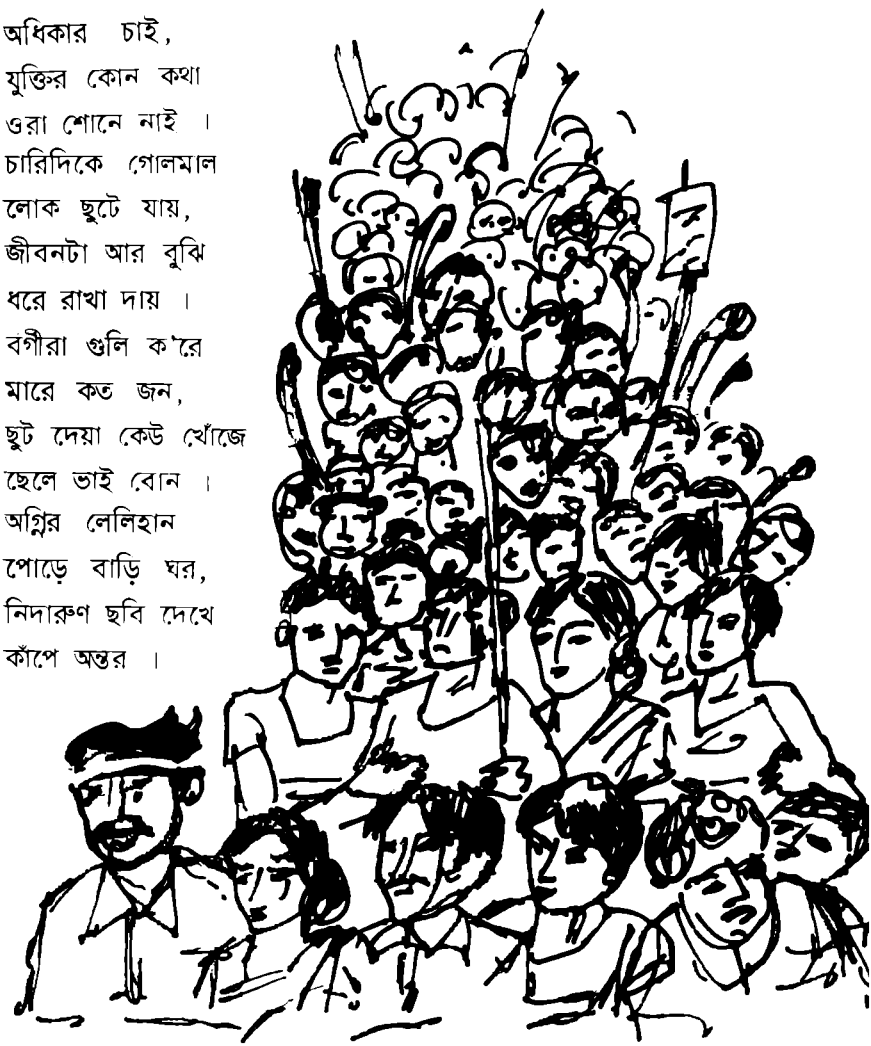

এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ/৭

www.pathagar.com

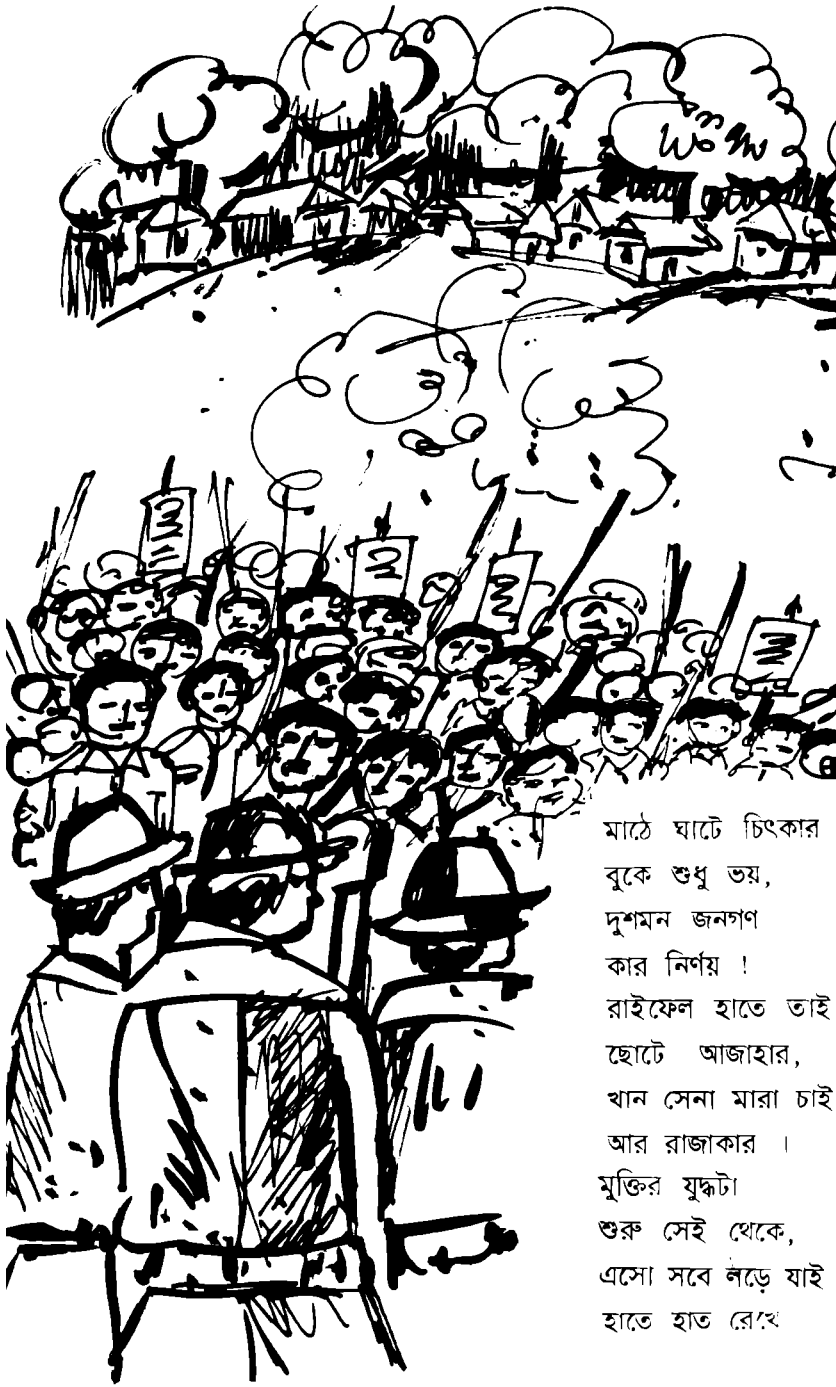

মাঠে ঘাটে চিৎকার
বুকে শুধু ভয়,
দুশমন জনগণ
কার নির্ণয় !
রাইফেল হাতে তাই
ছোটে আজাহার,
খান সেনা মারা চাই
আর রাজাকার ।
মুক্তির যুদ্ধটা
শুরু সেই থেকে,
এসো সবে লড়ে যাই
হাতে হাত রেখে

www.pathagar.com

তাদের মতোন নেতা

দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন মাওলানা ভাসানীর
কোথাও বন্ধু আপোষ করেনি কোন রূপ সন্ধির,
মজলুম নেতা সারা দুনিয়ার সবার আপন তিনি
যুদ্ধে স্বাধীন এই দেশ জাতি চির কাল রবে ঋণী।
মুজিবর পেয়ে দিক দর্শন গড়েছে আন্দোলন
স্বাধীন স্বপ্নে অনড় মানুষ সংগ্রামে দিয়ে মন,
জাতিকে জাগিয়ে নির্দেশ দেন দুর্গ বানাতে ঘর
একথা সত্য সকলের জানা আছে যত নারী নর ।
সাতই মার্চ স্বাধীনতা চেয়ে ঘোষণা দিয়েছে শেখ
সেই থেকে হয় তৈরী সবাই করা চাই উল্লেখ,
তবুও এখানে দীনতা অনেক কথা সব ভুলে যায়
সাতাশ তারিখে জিয়ার কণ্ঠ সকলে ভরসা পায় ।
মুক্তিযোদ্ধা আর সৈনিক লড়াই করেছে জোর
নয় মাস পর স্বাধীনতা এলে কেটে গেল সব ঘোর,
' মজলুম নেতা ' 'মুক্তিযোদ্ধা' আর যে ' জাতির পিতা'
তাদের মতোন নেতা পেয়ে দেশ গৌরবে গর্বিত

www.pathagar.com

এই যুদ্ধ

পূব অংশ শোষণ করে
কেমন লোক ওরা,
দাবী উঠলে চালায় গুলি
কপাল বুঝি পোড়া ।

খান বিরোধী আগুন জ্বলে
সবার মনে তাই,
রেস কোর্সে ঘোষণা এলো
শত্রুরোখ চাই ।
জয় বাংলা বজ্রধ্বনি
কণ্ঠে এলো সেই,
ঘর সবার দুর্গ হয়
তৈরী হলো যেই ।
বন বাদাড়ে যুদ্ধ করে
মুক্তিকামী লোক,
দেশ হয়েছে রক্তে লাল
বুকের মাঝে শোক ।
রাজাকাররা পালিয়ে যায়
ওদের চাই ফাঁসি,
এই যুদ্ধ মুক্তি আনে
সবার মুখে হাসি ।

স্বাধীনতা যুদ্ধ

ভোর হতে কানে আসে
বুলেটের শব্দ,
মাঠ ঘাট ভরা লাশে
জীবিতরা জব্দ ।

এই ভাবে চলা দায়
জ্বলে ওঠে কোটি লোক,
শেষ কালে রুখে যায়
বুকে চেঁপে যত শোক ।
হায়দারী হাঁকে জাগে
সারা দেশ শুদ্ধ,
চারিদিকে তাই লাগে
স্বাধীনতা যুদ্ধ ।

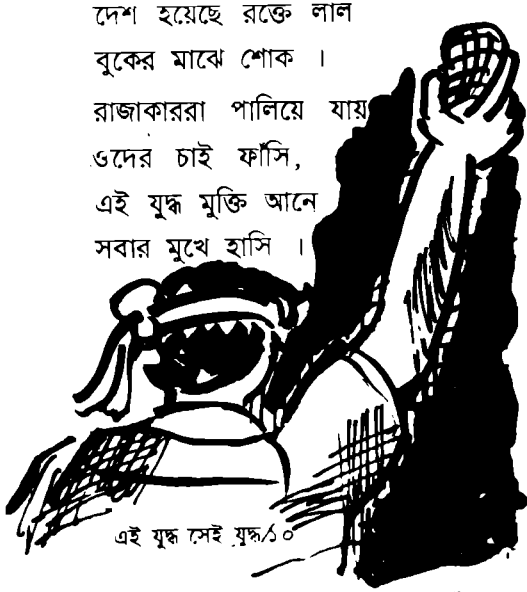

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ছড়া

তাড়া খেয়ে লোক জন
করে ছোটা ছুটি,
সাহসীরা নেয় পণ
উঁচু করে মুঠি ।

যুদ্ধটা দেশময়
কোথা যেয়ে উঠি,
কত লোক লাশ হয়
ঘাসে লুটোপুটি ।

চারিদিকে লেলিহান
পোড়ে ঘর খুঁটি,
মাঠে তবু অফুরান
তরমুজ ফুটি।

খান সেনা মারে শেল
নেয় সব লুটি,
শুরু করে নানা খেল
যত চুনোপুঁটি ।

দুশমনে মারো ঢেল
মাথা যাক টুটি
গ্রেনেড রাইফেল
দুই হাতে দু'টি ।

স্বধীনতা এলো তাই
ফুল হয়ে ফুটি,
সূর্যের আলো তাই
হেসে কুটি কুটি ।

www.pathagar.com

ওই সব লোক বলে

পথে ঘাটে গোলাগুলি
লেলিহান জ্বলে চারিদিক,
লড়ে যায় চোখ খুলি
মুক্তিরা কত নির্ভীক ।
সবে ক'রে জঙ্গ শেষ
স্বাধীনতা করে অর্জন,
ফুল ফোটা এই দেশ
পতাকায় শোভা বর্ধন ।

তবু কিছু শয়তান
ঘরে বসে নাড়ে কলকাঠি,
খোলা পেয়ে ময়দান

দোষ যত করে ঘাটাঘাটি ।
ওই সব লোক বলে
এই দেশে গেল গোলমাল,
ছল বল তাই চলে
কত ঘরে জমে জঞ্জাল ।

চারিদিকে বাজে

হায়নারা দিল হানা ঘরে ঘরে যেই
হাতিয়ার হাতে ঠিক রুখে গেল সেই ।
বাংলার ঘরে ঘরে যুদ্ধের সৈনিক
দেশময় ঘুরে ঘুরে খান মারে দৈনিক ।
একদিন ভোর বেলা ওঠে লাল সূর্য
চারিদিকে বাজে তাই বিজয়ের তূর্য ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা পাই

বুক ভরা সুখ চায়
দেশ জোড়া লোক,
তবু কেউ গুলি খায়
মন জুড়ে শোক ।

দিতে হবে অধিকার
যেই ওঠে দাবি,
ওরা দেয় বারবার
তালা আর চাবি ।

ঘোড়া ছোটা ময়দান
লোক জনে ভরা,
মুখে মুখে আহ্বান
চাই কিছু করা ।

হুংকার ছাড়ে তাই
শেখ মুজিবর,
আর কোন পথ নাই
জাগো নারী-নর ।

মুক্তির ঘোষণায়
কেটে যায় ডর,
স্বাধীনতা বাসনায়
নাই নড়চর ।

দামামাটা যুদ্ধের
বেজে ওঠে তাই,
কটা তুলে কণ্ঠের
স্বাধীনতা পাই

www.pathagar.com

অবশেষে

সারাদেশ জুড়ে যুদ্ধ যখন
কেউ করে লুটপাট,
বিরাণ ভূমিতে শব উৎসবে
শকুনের বসে হাট ।
ডাকেনা শেয়াল গাঁয়ের মানুষ
ভয়ে ভয়ে বাড়ী ছাড়া,
মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে খুঁজে ফিরে
দুশমন আছে কারা

এঘরের ছেলে ওঘরের ভাই
কারো বা গিয়েছে পিতা,
যুদ্ধের যত কৌশল শিখে
খানদের দেবে চিতা
'রাজাকার' আর 'বদর বাহিনী'
লুকাবে কোথায় জানি,
মানুষের মাঝে জাগরণ এলো
দেবে না দেশের মান ।

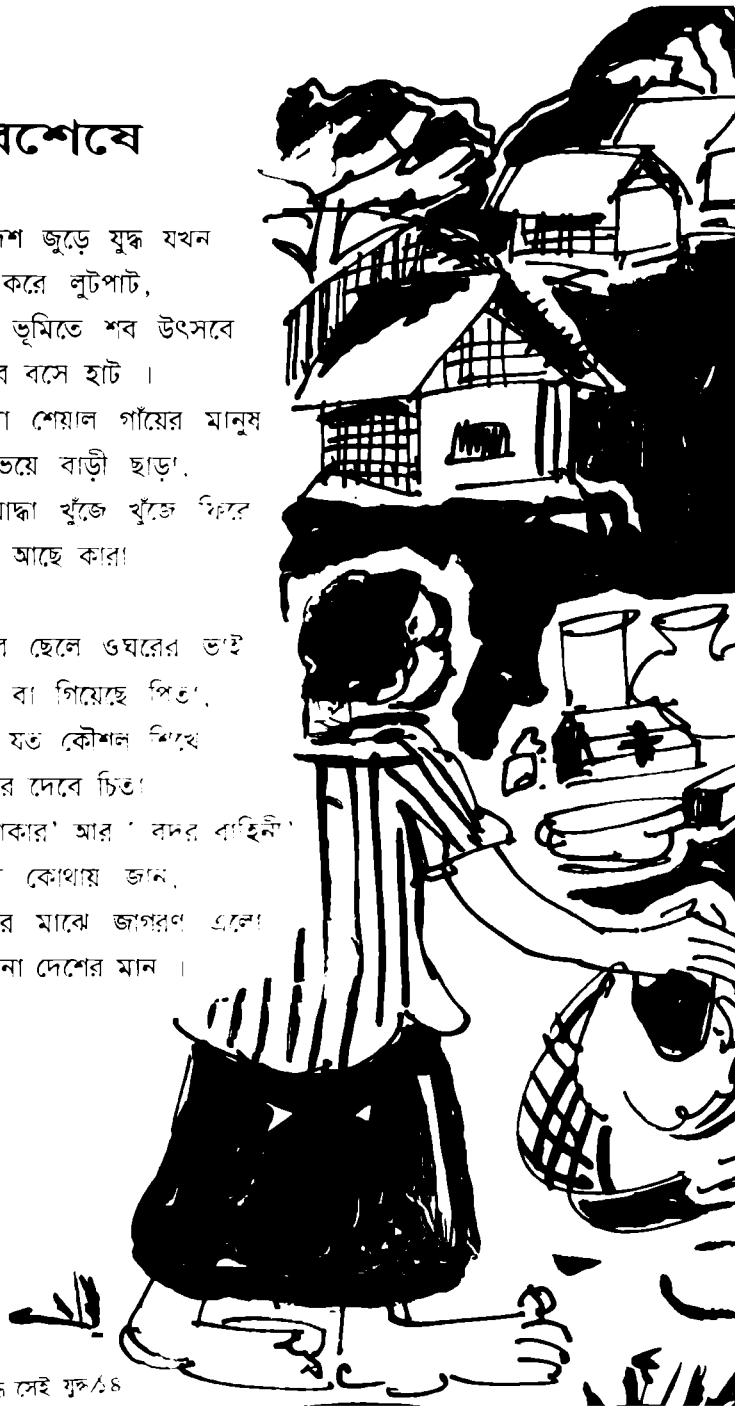

www.pathagar.com

ঘরে ঘরে তাই দুর্গ গড়ে
যুঝছে দুর্বিপাক,
সাতই মার্চ স্বাধীন দেশের
মুজিব দিয়েছে ডাক ।
' জয় বাংলা'রে মুখে শুনি
হৃদয়ে আবেগ কত
' পীস কমিটির' শয়তানগুলো
সহজেই পদানত ।

যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস যায়
কে খোঁজে বাড়ী ও ঘর,
অবশেষে ফিরি বিজয় দিবসে
ষোলই ডিসেম্বর ।
স্বাধীন দেশের মাটিতে সূর্য
রাখলো আলোর ছোঁয়া,
সুখের আমেজ মানুষের মনে
মসজিদে হলো দোয়া ।

www.pathagar.com

মনের জ্বালা

যত হানাদার বর্গী সেনারা
খালের ওপার ঘেরা,
আমাদের ছিল হৃদয়ের জোর
বুদ্ধি সবার সেরা ।
দুশমন সব কতল করার
থাক যত হাতিয়ার,
তাতেই রুখেছি খান সেনাদের
কেড়ে নিতে স্বাধিকার ।
দীপ্ত শপথে তাইতো আমরা
লড়াই করেছি জোর,
বাংলা মায়ের সকল ছেলের
কেটেছে চোখের ঘোর ।
ঘরের ভিতর একটি মেয়েও
থাকেনি কখনো চুপ,
উগ্রমূর্তি ধারন করেই
দেখালো রুদ্র রূপ ।
ন'মাস যুদ্ধে হারালো পরাণ
অগনিত ভাই বোন,
তাইনা রোদন কাজল মেঘের
শোনরে সবাই শোন ।
স্বামী যে হারালো কত না বোনের
না বলা ভাষায় বলি,
রাজাকার দেখে আমরা এখনো
মনের জ্বালায় জ্বলি ।

www.pathagar.com

আমরা সবাই এক

মুক্তিযোদ্ধা কঠিন যুদ্ধে
আজাদী করেছে জয়,
তোমাদের কাছে গল্প হলেও
ওকথা বানানো নয় ।
অসীম সাহসে যেই প্রতিরোধ
থামলো তখন লুট,
লুটকারী সেনা ফেলে যে পালালো
রাইফেল আর বুট

www.pathagar.com

শহর ও গাঁয়ে শহীদ হয়েছে
কতনা নারী ও নর ,
বিনা অপরাধে নিরীহ লোকের
আগুনে পুড়েছে ঘর ।
তবুও যুদ্ধ দেশের ভেতর
চলছে দীর্ঘদিন,
অনেকের কাছে সেসব সময়
মানবতা ছিল ক্ষীণ ।

ভয়ে ভয়ে রাত কেটেছে তখন
কারোই ছিলনা ঘুম,
এখানে ওখানে মর্টার শেল
ফেটেছে যে দুমা দুম্ ।
তখন পথের নানান বিপদ
কাটিয়ে ভোরের আলো,
দেশের দুয়ারে স্বাধীনতা এনে
ঘুচালো মরণ কালো ।

সেই থেকে সবে সুখের স্বপ্ন
আপন জীবনে চায়,
দেশ বাঁচাবার শপথ সবার
পতাকা আগলে যায়
থাকবে না আর বিভেদ এখানে
আমরা সবাই এক,
সুখের সওদা ভাগ করে কেউ
দৈন্য ঘুচাবো ব্যাংক ।

www.pathagar.com

সান্ত্বনা

দেশকে স্বাধীন করার বাসনা
তাইনা ডাকলো কেকা,
রহিম শেখের গোঁয়ার বেটায়
যুদ্ধে গিয়েছে একা ।

আকাশে গরজে মেঘের কামান
গন্ধে পোড়ায় নাক,
দস্যু খানেরা এই জনপদে
লাগায় মরণ হাঁক ।

বনের আড়ালে লুকিয়ে লড়াই
সকলে করলো ঠিক,
পাড়ার সাথীরা দেখলো তাকিয়ে
পূবের ঘোলাটে দিক ।

বুলেটের পর বুলেট ছুড়েই
মানুষ মারলো কত,
তবুও সবার ক্ষুব্ধ হৃদয়
মাথা ছিল উন্নত ।

এজিদের মত নিঠুর ভূমিকা
দস্যু খানেরা নেয়,
হাজার গেরিলা যুদ্ধে যুদ্ধে
দেশকে আজাদী দেয় ।

www.pathagar.com

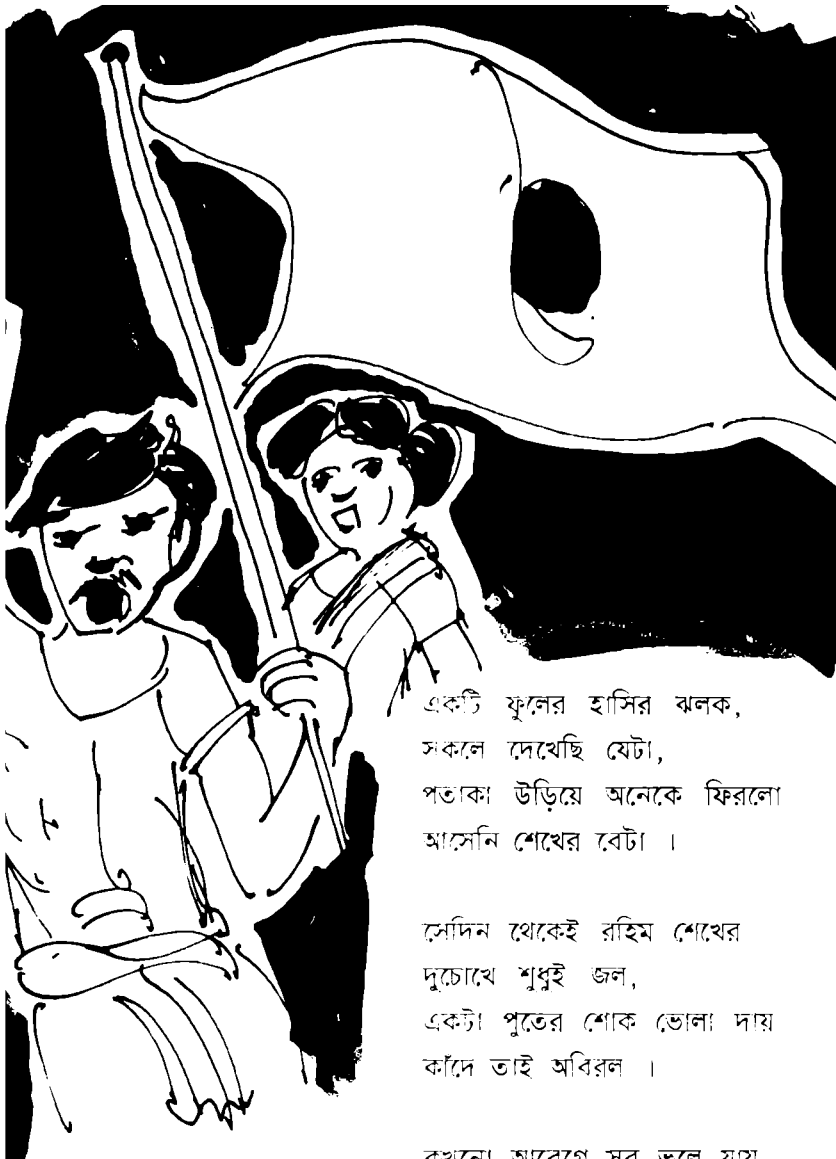

একটি ফুলের হাসির ঝলক,
সকলে দেখেছি যেটা,
পতাকা উড়িয়ে অনেকে ফিরলো
আসেনি শেখের বেটা ।

সেদিন থেকেই রহিম শেখের
দুচোখে শুধুই জল,
একটা পুতের শোক ভোলা দায়
কাঁদে তাই অবিরল ।

কখনো আবেগে সব ভুলে যায়
আকাশে পতাকা যেই,
দেশতো স্বাধীন হয়েছে এদেশ
সান্ত্বনা তার সেই ।

www.pathagar.com

মুক্তির স্বপ্ন

হাতে নাও হাতিয়ার
মন করো শক্ত,
দুশমন রোখা চাই
লাগে দেব রক্ত ।
ফল হীন আলোচনা
দম তাই রুদ্ধ,
হও সবে হুঁশিয়ার
লেগে যাবে যুদ্ধ ।
মার্চের ঘোষণায়
জনগণ তৈরী,
মুজিবর বলে দেয়
কেন ওরা বৈরী ।
গর্জে কী ওঠে লোক
বাজে যেই ডঙ্কা,
মুক্তির স্বপ্নটা
দূর করে শঙ্কা ।

www.pathagar.com

আর কোন দিন

সূর্য ওঠায় আসলো আবার
ষোলই ডিসেম্বর,
সবুজ ও লাল পতাকার সাজে
সুখী আজ যত ঘর ।
কদম কেয়ার শিউলী সুবাস
পাখী করে কলরব,
ঘাস ফুল নদী দুচোখ জুড়ায়
দিকে দিকে উৎসব ।

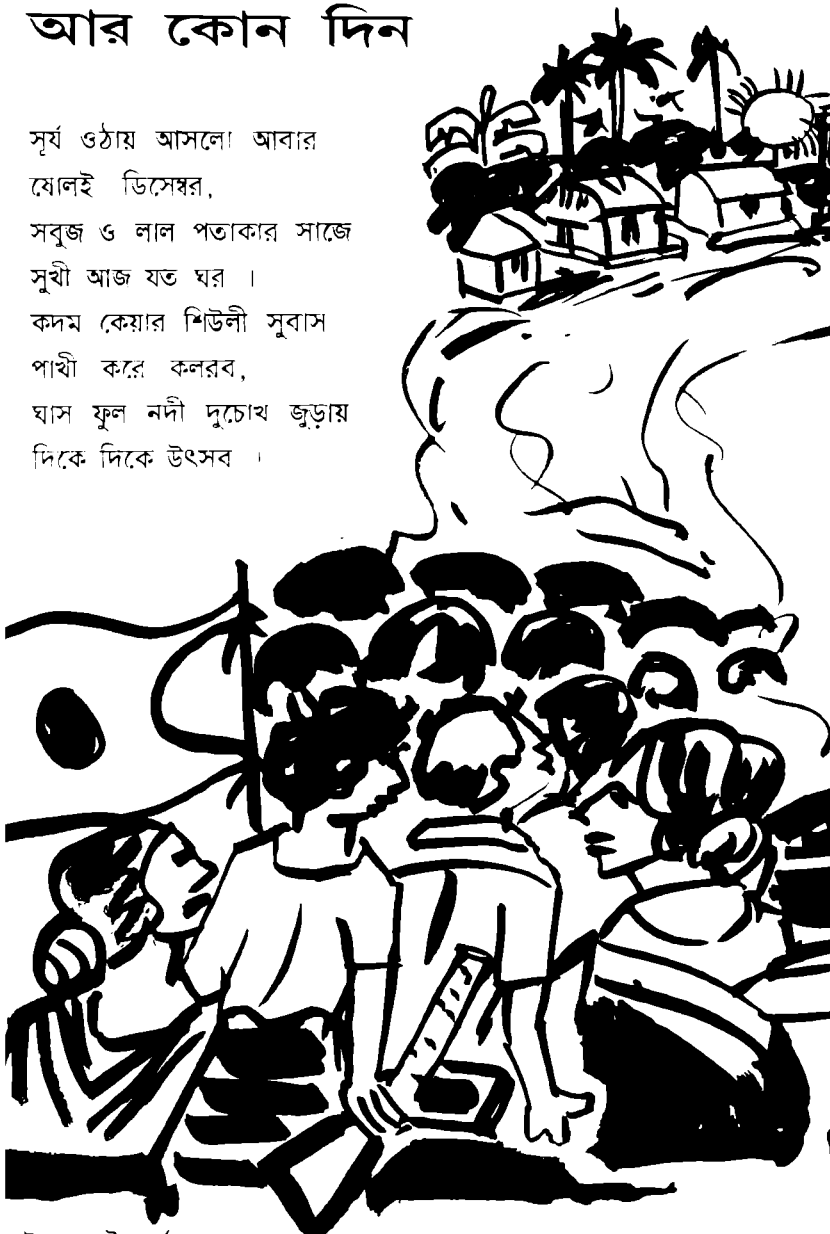

www.pathagar.com

নিশি অবসানে নির্ভয় হতে
মুক পায় মুখরতা,
কোটি কোটি মুখে গান জেগে ওঠে
স্বাধীনতা স্বাধীনতা ।
রক্ত সাগর পেরিয়ে এসেছি
স্বপ্ন যে উন্মুখ,
সকল বাঁধার দেয়াল পেরিয়ে
ছিনিয়ে আনবো সুখ ।

সন্তান হারা মার বুকে তবু
উথাল পাথাল ঢেউ,
না এলো আবুল না এলো মনির
আমরা কি নই কেউ !
ক'জন পেরেছি সান্ত্বনা দিয়ে
মুছাতে চোখের জল,
কত মা আজও দ্বারে দ্বারে ঘোরে
নাই কোন সম্বল ।

মেঘ উড়ে যায় আকাশে আকাশে
চোখে দেখি ঘন নীল,
মুক্ত আকাশে দিন ভর যত
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে চিল ।
আর কোনদিন এদেশের বুকে
রক্ত ঝরেনা যেন,
এই কামনায় একতাবদ্ধ
এখনো হওনা কেন?

www.pathagar.com

এই বার

হাতে ধরে রাইফেল
করেছি লড়াই,
শয়তান দুশমন
আর কি ডরাই !
নাচে ধরা নাচে পাখি
নদীও গড়াই,
এনেছি যে স্বাধীনতা
তাইনা বড়াই ।
দেশ থেকে জঞ্জাল
এসোনা সরাই,
সুখ আর আনন্দে
হৃদয় ভরাই ।
এক সাথে এইবার
বর্ণ পড়াই,
ভালোবাসা দেশময়
এসো না ছড়াই ।

www.pathagar.com

দেশের স্বার্থে ভূমিকা সবার

ভাঙতে সবাই উন্মুখ যেই গোলামীর জিঞ্জীর
তখন এদেশে শেরই বাংলা আর দেখা ভাসানীর,
সোরাওয়াদী সেই পথ ধরে জনতার হলো নেতা
ইংরেজ যায় তল্পী ধারীর তবুও আদিখ্যেতা ।

ভারত বিভাগে দু'টি দেশ হয় বাংলাকে শোষে খান
রুধিতে কণ্ঠ বাংলা ভাষার জারী করে ফরমান,
সংগ্রাম দেশে শুরু হয়ে যায় ভাষার দাবিতে তাই
সেই পরিবেশে নেতা মুজিবর তার যে তুলনা নাই ।
দীর্ঘ সময় সংগ্রাম করে জনতার চেতনায়
শোষণ বিরোধী যুদ্ধের ডাক একা শেখ দিয়ে যায়,
খানরা শোনেনি যুক্তির কথা সমাবেশ করে সেনা
বাংলাকে ভাবে কলোনী তাদের নাগরিক সব কেনা ।

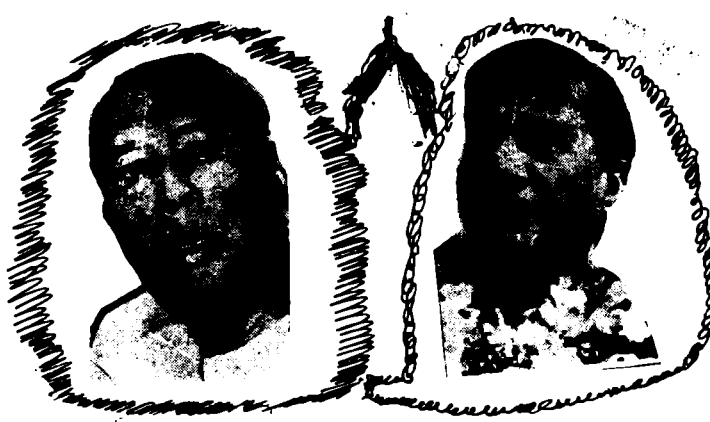

www.pathagar.com

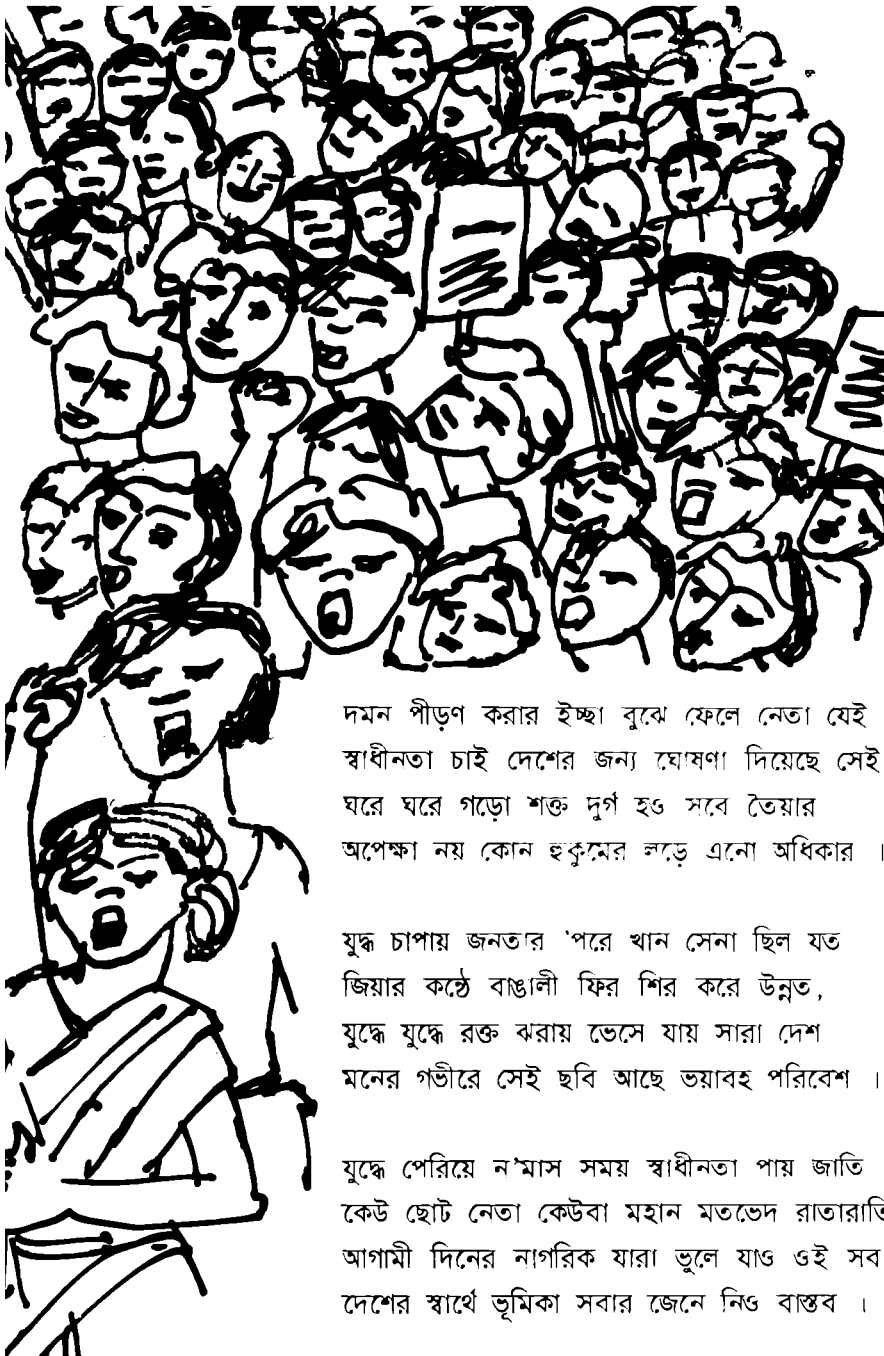

দমন পীড়ণ করার ইচ্ছা বুঝে ফেলে নেতা যেই
স্বাধীনতা চাই দেশের জন্য ঘোষণা দিয়েছে সেই;
ঘরে ঘরে গড়ো শক্ত দুর্গ হও সবে তৈয়ার
অপেক্ষা নয় কোন হুকুমের লড়ে এনো অধিকার ।

যুদ্ধ চাপায় জনতার 'পরে খান সেনা ছিল যত
জিয়ার কণ্ঠে বাঙালী ফির শির করে উন্নত,
যুদ্ধে যুদ্ধে রক্ত ঝরায় ভেসে যায় সারা দেশ
মনের গভীরে সেই ছবি আছে ভয়াবহ পরিবেশ ।

যুদ্ধে পেরিয়ে ন'মাস সময় স্বাধীনতা পায় জাতি
কেউ ছোট নেতা কেউবা মহান মতভেদ রাতারাতি
আগামী দিনের নাগরিক যারা ভুলে যাও ওই সব
দেশের স্বার্থে ভূমিকা সবার জেনে নিও বাস্তব ।

www.pathagar.com

সেই যুদ্ধ

রক্ত সাগরে ভাসিয়ে দিলাম
বন্ধু খেলার সাথী
যুদ্ধে যুদ্ধে বাংলা পেলাম
নতুন একটি জাতি ।

সুখের জন্য সবার হৃদয়
পুরাতে স্বপ্ন সাধ,
আনলো ছিনিয়ে অতুল বিজয়
জ্বালিয়ে মরণ ফাঁদ ।

স্বৈর শাসন শোষণ বিহীন
সমাজ সবার চাই,
সূর্য ওঠায় ফিরলো সুদিন
আর তো শঙ্কা নাই ।

সেই যুদ্ধের অনেক ঘটনা
বুকের মধ্যে আঁকা,
তবুও সুখের দখল পাইনা
স্বপ্নে বিভোর থাকা ।

www.pathagar.com

আজও একাকী

বছর বছর শাসন শোষণ করলো সকল খান
বাংলা বুলির মানুষ গুলোর যায় বুঝি যায় মান,
দাবীর প্রশ্নে ঘরে ঘরে লোক একাট্টা হলো যেই
জুলুম বাড়লো বর্গী সেনার যুক্তির মাঝে নেই ।

খান সেনাদের রোষের অনল জ্বললো অকস্মাৎ
আবুল ভাইয়া উধাও সেদিন যদিও আধাঁর রাত,
গোলার শব্দ শঙ্কা ছড়ায় আমরা পালিয়ে থাকি
ভীন দেশীদের দালাল ক'জন বাধঁলো মরণ রাখি ।

সব মানুষের বুকের ভিতর সাহস করলো পথ
সময় মতোন যুবক যোদ্ধা রুখলো ধ্বংস রথ,
মার খেয়ে সেই খানসেনাদের চিন্তা গুলিয়ে গেল
মুক্তি পাগল দেশের মানুষ আবার বাইরে এলো ।

www.pathagar.com

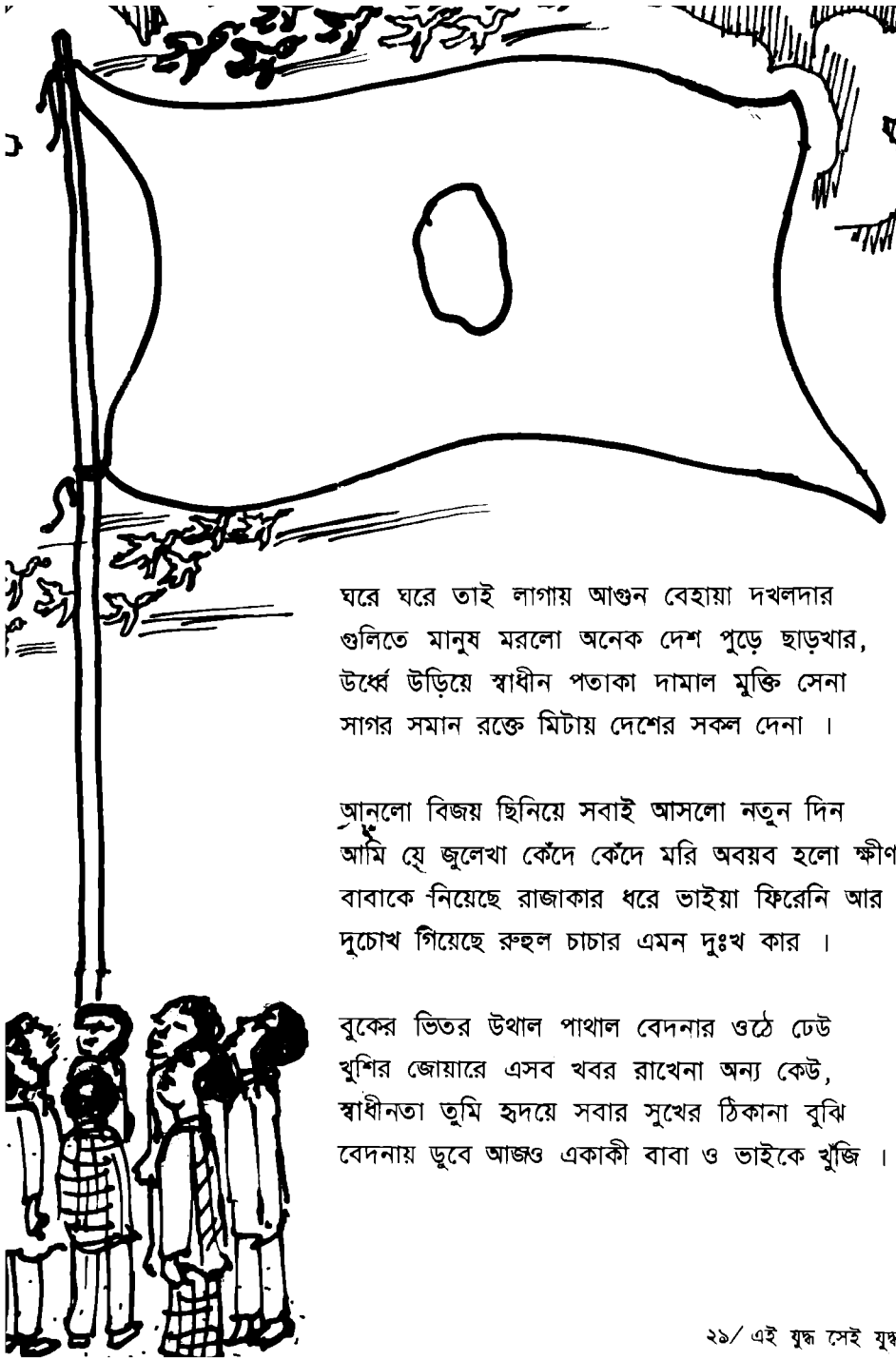

ঘরে ঘরে তাই লাগায় আগুন বেহায়া দখলদার
গুলিতে মানুষ মরলো অনেক দেশ পুড়ে ছাড়খার,
উর্ধ্বে উড়িয়ে স্বাধীন পতাকা দামাল মুক্তি সেনা
সাগর সমান রক্তে মিটায় দেশের সকল দেনা ।

আনলো বিজয় ছিনিয়ে সবাই আসলো নতুন দিন
আমি যে জুলেখা কেঁদে কেঁদে মরি অবয়ব হলো ক্ষীণ,
বাবাকে নিয়েছে রাজাকার ধরে ভাইয়া ফিরেনি আর
দুচোখ গিয়েছে রুহুল চাচার এমন দুঃখ কার ।

বুকের ভিতর উথাল পাথাল বেদনার ওঠে ঢেউ
খুশির জোয়ারে এসব খবর রাখেনা অন্য কেউ,
স্বাধীনতা তুমি হৃদয়ে সবার সুখের ঠিকানা বুঝি
বেদনায় ডুবে আজও একাকী বাবা ও ভাইকে খুঁজি ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা অর্জনে

যুদ্ধের দিনগুলো ছিলো ভয়ানক
সেই কথা জানে সবে আর চম্পক,
হানাদার খান সেনা করে হানাহানি
সেনাপতি বাঙলার হয় ওসমানী।

মুক্তিরা খুব খুশী সাথী'আনসার'
জনতার চেতনার যায় খুলে দ্বার,
স্বাধীনতা স্বাধীনতা লোক মুখে গান
লাগে দিব জীবনটা দেবো নাতো মান।

বাঙগালী সৈনিক যত 'ইপিয়ার'
'পুলিশ'ও রুখে যায় নেয় হাতিয়ার,
দস্যুরা যেই মারে ঘর বাড়ী পুড়ে
খান মারা শুরু তাই সারা দেশ জুড়ে।

সরকার গড়া হলো 'মুজিব নগর'
মুখে মুখে জয় ধ্বনি জাগে অন্তর,
নয় মাস যুদ্ধের ঘটে অবসান
স্বাধীনতা অর্জনে বাঁচে সম্মান।

www.pathagar.com

ইতিহাস

তখন ছিল না দেশের কোথাও
অনুকূল পরিবেশ,
যুদ্ধ করেছে নবাব সিরাজ
রাখতে স্বাধীন দেশ ।
নীরবে জনতা দাঁড়িয়ে দেখেছে
সিরাজের পরাজয়,
বেগের ছুরিতে নিহত সিরাজ
রক্ত গঙ্গা বয় ।

ইংরেজ করে দেশটা দখল
ফুরায় সুখের গান,
মানুষের মনে জাগায় বিভেদ
হিন্দু মুসলমান ।
মোঘল রাজের অভেদ স্বপন
ইংরেজ করে ভাগ,
বিরোধের শুরু পড়শীর সাথে
টুটে যায় অনুরাগ ।

দুশমন শেষে ভারতবাসীর
কেড়ে নেয় অধিকার,
সেই সুযোগে শোষণ চালায়

www.pathagar.com

নাছাড়া দখলদার ।
দীর্ঘকালের সংগ্রাম শেষে
ভারত বিভাগ হয়,
স্বাধীন দুইটি দেশের পতাকা
আনে নয়া বিস্ময় ।

আসলো আবার নতুন শাসন
শোষণের যাঁতা কল,
পশ্চিমা খান বাংলার বুকে
করে নানা কৌশল ।
তাইনা জনতা ক্ষুব্ধ হতেই
মুজিবের নির্দেশ
যুদ্ধে সবাই ছিনিয়ে আনলো
স্বাধীন বাংলাদেশ ।

কেউ যেন আর বাংলার বুকে
হয়না নতুন লাশ,
মহান জাতির মুক্তিযুদ্ধ
গর্বের ইতিহাস ।
সঠিক তথ্য এখানে এখন
কারো বুঝি তোলা নাই,
সবার জন্য এসব ঘটনা
ছড়ায় ছড়ায় চাই ।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

জন্মঃ ৭ই অক্টোবর,১৯৫০। জন্মস্থানঃপৈত্রিক কর্মস্থল গোয়ালন্দ বৃহৎ ফরিদপুর জেলায়। পৈত্রিক নিবাসঃলঙ্করপুর/আলমপুর (বিক্রমপুর),জেলাঃমুন্সীগঞ্জ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ। এল. এম. এ, এবং অফিস ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। কর্মজীবনে অধ্যাপনা (শ্রীনগর কলেজ) ও সাংবাদিকতা। প্রতিরোধ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রশাসক পদে নিয়োজিত। বাংলাদেশ সীরাত মিশন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৪,পারাবার সাহিত্য পুরস্কার (জীবন সাফল্যের অনুষঙ্গ–প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য)১৩৯৪–৯৫,বিকাশ পুরস্কার সম্পাদনার জন্য –১৯৮৮,চৌধুরী রিয়াজ উদ্দীন স্মৃতি পদক ১৯৮৯,এবং সাহিত্যে মাওলানা ভাসানী স্বর্ণ পদক ১৯৯১। লাভ।

তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।